প্রথম আলো

তারিখ ... ১৫/৩/১৪ ...
পৃষ্ঠা ... ১০ কলাম ... ১ ...

বিদ্যালয়টি বাঁচিয়ে রাখুন

প্রয়োজনে গার্লস গাইডকেই পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হোক

বেইলি রোডে অবস্থিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টির অবস্থা যত না করুণ, তার চেয়ে বেশি করুণ ও অনিশ্চিত এই প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের। গরিব ও শ্রমজীবী মা-বাবার সন্তান হওয়ায় বেতন দিয়ে অন্য কোনো বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ না থাকায় এই সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তারা ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু গার্লস গাইড অ্যাসোসিয়েশন এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দ্বৈরথে পড়ে এখন তাদের পড়াশোনাই বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। খোদ ঢাকা মহানগরের কেন্দ্রস্থলে মাথার ওপর ত্রিপল টানানো এ রকম একটি জরাজীর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কথা ভাবা যায়!

বাংলাদেশে যা অভাবনীয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত, তা-ই বেশি ঘটে। গার্লস গাইড অ্যাসোসিয়েশনের দাবি, ১৯৬২ সালে তারাই এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাহলে তাদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি সরানো এত জরুরি হয়ে পড়ল কেন? তারা জায়গার স্বল্পতার অজুহাত দেখাচ্ছে। কিন্তু ঢাকা মহানগরে কোনো প্রতিষ্ঠানের জায়গার স্বল্পতা নেই? তাই বলে কোমলমতি শিশুদের এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে হবে? তারা জায়গার স্বল্পতার দোহাই দিয়ে বিদ্যালয়টি সরিয়ে নেওয়ার কথা না বলে যদি সেখানেই বিকল্প উপায়ে সেটি পরিচালনার কথা বলত, সেটাই হতো যুক্তিসংগত। অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানই এ ধরনের বিদ্যালয় পরিচালনা করে থাকে। আর গার্লস গাইড যদি এটির দায়িত্ব নিতে আগ্রহ দেখায়, সরকারেরও উচিত হবে তাতে রাজি হওয়া।

তাই মামলা-মোকদ্দমা নয়, আমরা চাই আলোচনার মাধ্যমেই এ বিষয়ে উভয় পক্ষ একটি সন্তোষজনক মীমাংসায় আসুক। জায়গার স্বল্পতার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিকল্প ব্যবস্থায় সেখানে বিদ্যালয়টি পরিচালনা করতে পারেন। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার সময় ছাড়া ভবনটি অন্য কাজে ব্যবহার করতেও কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। জনসংখ্যাবহুল ঢাকা মহানগরে হয়তো ভবিষ্যতে অধিকাংশ ভবনের দ্বিমাত্রিক বা বহুমাত্রিক ব্যবহারের কথাও ভাবতে হবে।

৫২ বছরের পুরোনো বিদ্যালয়টি বন্ধ হোক বা জরাজীর্ণ অবস্থায় চলুক, সেটি কারও কাম্য নয়। যেকোনো উপায়ে বিদ্যালয়টি বাঁচিয়ে রাখতে হবে। প্রয়োজনে গার্লস গাইড অ্যাসোসিয়েশনকেই পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হোক।